দৈনিক জনকণ্ঠ

42

27

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

নতুন পরীক্ষা পদ্ধতির সুবিধা-অসুবিধা

॥ ১ ॥

একটি দেশের শিক্ষার মান উন্নয়নে সুপরিকল্পিত ও সঠিক শিক্ষা ব্যবস্থার ভূমিকা অপরিসীম। কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থা যদি ত্রুটিপূর্ণ হয় তবে শিক্ষার মান নিম্ন থেকে নিম্নতর অবস্থানে নেমে যায়। দেশে শিক্ষাক্ষেত্রে নকল প্রবণতা ও বৈষম্য দূরীকরণে ৪ বোর্ডের অভিন্ন প্রশ্নপত্রের পরিকল্পনাটির জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অভিনন্দন জানাচ্ছি। কিন্তু গত বছরের সেপ্টেম্বরে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ ঘোষণা দিলেও তা চূড়ান্তভাবে আমরা জানতে পারি এ বছরের জানুয়ারি মাসে। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার যেখানে মাত্র ৪-৫ মাস বাকি সেখানে এ ধরনের পরিকল্পনার বাস্তবায়ন কতটুকু যুক্তিযুক্ত? তাছাড়া কোন পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে হলে তা শিক্ষা বছরের প্রথমেই করা উচিত। এছাড়া পরীক্ষার জন্য একটা মানসিক প্রস্তুতিও দরকার। আর এ কারণেই গোটা দেশের ছাত্রছাত্রীসহ অভিভাবক মহল এক মারাত্মক দুশ্চিন্তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে।

কাজেই ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যত চিন্তা করে অভিন্ন প্রশ্নপত্রের পরিকল্পনাটি '৯৭ সাল থেকে শুরু করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

ঢাকা কলেজের ছাত্রদের পক্ষে
মো ঃ তাজরুল হাসান (তাজ)

॥ ২ ॥

কিছুদিন পূর্বে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে আদেশ জারি হয়েছে যে, এইচএসসি পরীক্ষায় সকল শিক্ষা বোর্ডে অভিন্ন প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা হবে। যেহেতু উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সিলেবাস বড় সেহেতু দেশের কলেজসমূহে শিক্ষকগণ নিজ নিজ বোর্ডের বিগত প্রশ্নের আলোকেই শ্রেণীকক্ষে পাঠদান করেন। বিশেষ বিশেষ অধ্যায়ের ওপর সঙ্গত কারণেই ছাত্রছাত্রীরা মনোনিবেশ করে। এ প্রবণতা হঠাৎ করে হয়নি, শিক্ষা কার্যক্রমের দীর্ঘদিনের অভ্যাসেই তা তৈরি হয়েছে।

এ অবস্থায় সারা দেশে একটি সমন্বিত প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা হলে গণফেলের সম্ভাবনা আছে। চলতি বছরের ছাত্রদের পক্ষে আগামী চার মাসের মধ্যে সমগ্র সিলেবাস আয়ত্ব করে এইচএসসি পরীক্ষা দেয়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।

উপরোক্ত সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার না করলে পরীক্ষা পাসের লক্ষ্যে ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষার হলে ব্যাপক দুর্নীতির আশ্রয় নিতে বাধ্য হবে। আমরা সকল নৈরাজ্যের অবসান চাই। কিন্তু বছরের পর বছর যে পরীক্ষা পদ্ধতিতে ছাত্র-শিক্ষকগণ অভ্যস্ত, তার সমস্ত দায় আসন্ন উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের ওপর বর্তাবে, তা দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন কারোরই কাম্য হতে পারে না। শিক্ষাক্ষেত্রে যে কোন ধরনের সংস্কার কর্মসূচী গ্রহণের পূর্বে যথা সময়ে তা সকলকে জানানো উচিত। কলেজে ভর্তির সময়ই ছাত্রদের তা অবহিত করা হলে ছাত্ররা নিজেদের তৈরি করার যথেষ্ট সুযোগ পেত। তখন সংস্কার কর্মসূচী বাস্তবায়নে অসুবিধা হতো না।

এ অবস্থায় আসন্ন ১৯৯৬ সালের এইচএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন সম্পর্কিত সরকারী সিদ্ধান্ত অচিরেই বাতিল ঘোষণা করে পরীক্ষার্থীদের উৎকণ্ঠা ও সংশয় দূর করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

আব্দুল কুদ্দুস
রাঙ্গামাটি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ
রাঙ্গামাটি; পার্বত্য চট্টগ্রাম।

॥ ৩ ॥

কিছুদিন পূর্বে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে আদেশ জারি হলো যে, পাঁচটি শিক্ষা বোর্ডে অভিন্ন প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা হবে। নিঃসন্দেহে না হলেও সিদ্ধান্তটি ভাল। কিন্তু আমরা যারা '৯৬ সালের এইচএসসি পরীক্ষার্থী তাদের ওপর এটা কি অবিচার নয়? যেখানে আমরা আগের নিয়মে পড়াশুনা করে প্রায় দেড় বছরে সিলেবাস শেষ করে ফেলেছি সেখানে এ রকম একটি অপ্রত্যাশিত সিদ্ধান্ত আমরা মেনে নিতে পারি না। কারণ মাত্র ৫/৬ মাসের মধ্যে নতুন নিয়মে পুরো সিলেবাস শেষ করা আমাদের পক্ষে কষ্টসাধ্যই নয়, বরং দুঃসাধ্য ব্যাপার। কাজেই এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সুবিবেচনা আশা করছি।

পাতা
পোস্টাল কলোনি,
ফরিদপুর।

॥ ৪ ॥

গত ১৪/১/৯৬ তারিখের দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকার মাধ্যমে জানতে পারলাম শিক্ষা মন্ত্রণালয় ১৯৯৬ সালের জন্য সকল বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র অভিন্ন রাখার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এ অবস্থায় আমরা যারা ১৯৯৬ সালে মান উন্নয়ন পরীক্ষা দেব এবং তাদের মধ্যে অনেকেই আবার উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে তাদের জন্য এ সিদ্ধান্তটা মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার মতো অবস্থা। সকল বোর্ডের প্রশ্নপত্র অভিন্ন হওয়া মানে পাহাড় সমান প্রস্তুতি গ্রহণ করা। কিন্তু মাত্র ৪/৫ মাসে ১২ টি বিষয়ে ভাল প্রস্তুতি গ্রহণ করা কি করে সম্ভব, তা কি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা একবার চিন্তা করে দেখেছেন? শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ তারা যেন এসএসসি'র প্রশ্নব্যাংক পরিবর্তনের মতো এইচএসসি পরীক্ষার অভিন্ন প্রশ্নপত্র ১৯৯৫-৯৬ শিক্ষাবছর থেকে কার্যকর করে। এতে আমার মতো অনেক ছাত্রের ভাল ফল অর্জনে সহায়তা করবে।

মোঃ ইসমাইল আহমেদ
আলীপুর, ফরিদপুর।

॥ ৫ ॥

আমরা '৯৬ সালের এইচএসসি পরীক্ষার্থী। কিছুদিন আগে পত্রিকার মাধ্যমে জানতে পারলাম যে, '৯৬ সাল থেকে এইচএসসি পরীক্ষা একই প্রশ্নপত্রের অধীনে সকল বোর্ডে অনুষ্ঠিত হবে। তাই আমরা পরীক্ষার্থীরা ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়েছি। যদিও নতুন পদ্ধতিটি আমাদের ভালর জন্যই করা হয়েছে, কিন্তু সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এই সিদ্ধান্তটি এমন সময়ে আমাদের ওপর কেন চাপিয়ে দিল তা বোধগম্য নয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় যদি এই অভিন্ন প্রশ্নপত্রের সিদ্ধান্ত আমাদের শিক্ষাবর্ষের শুরুতে জানাত তাহলে আমরা সেই মোতাবেক প্রস্তুতি গ্রহণ করতাম। কিন্তু তারা পরীক্ষার মাত্র কয়েক মাস আগে এই সিদ্ধান্ত নেয়ার কারণে আমরা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছি, কারণ এমনিতেই উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর শিক্ষাবর্ষের সময় কম, কিন্তু সিলেবাস বিশাল। তারপর নানা কারণে গত দেড় বছরে আমাদের কলেজে হাতেগোনা মাত্র কয়েকদিন ক্লাস হয়েছে, যার ফলে আমাদের নির্দিষ্ট পাঠ শেষ করতেই হিমশিম খেতে হচ্ছে। ঠিক এ সময়ে উপরোক্ত পদ্ধতিটি আমাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া বড়ই অমানবিক।

এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ছাত্রছাত্রীরা কিছুদিন যাবত দেশের বিভিন্ন স্থানে হরতাল, অবরোধ ও ভাংচুরের মতো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটাচ্ছে, যদিও আমরা কোন দাবি আদায়ের বা সিদ্ধান্ত পাল্টানোর জন্য নৈরাজ্য সৃষ্টির পক্ষে নই। আমাদের শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর আগেও এসএসসি ও এইচএসসি পর্যায়ে এমন কিছু সিদ্ধান্ত বেশ চরম মুহূর্তে চাপিয়ে দিয়েছিল যার প্রেক্ষিতে সারা দেশে অরাজকতার সৃষ্টি হয়েছিল। এবারের সিদ্ধান্তটিও তারা এমন সময় নিয়েছে যখন সারা দেশের অধিকাংশ কলেজের নির্বাচনী পরীক্ষা শেষ হয়েছে, যার জন্য নতুন পদ্ধতির অধীনে আমাদের শিক্ষাবর্ষে কোন পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ হয়নি। কিন্তু বর্তমানে এই স্বল্প সময়ের মধ্যে আবার নতুন করে পাঠ শেষ করা অসম্ভব।

তাই আমাদের আবেদন এবারের এইচএসসি পরীক্ষা পূর্বের নিয়মে নেয়া হোক এবং অভিন্ন প্রশ্নপত্রের সিদ্ধান্ত আগামী বছর থেকে চালু হোক। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয় সাম্প্রতিক এক ঘোষণায় আবারও দৃঢ়ভাবে নতুন পদ্ধতিতে পরীক্ষা নেয়ার কথা বলেছে; যার প্রেক্ষিতে ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলন এখনও চলছে এবং তারা নির্বাচনী পরীক্ষা বর্জনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ অবস্থায় আমি কিছু সুপারিশ রাখছি, যা বাস্তবায়িত হলে ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষায় ফিরে আসবে বলে আমার বিশ্বাস। যেমন ঃ ১। যেহেতু চূড়ান্ত পরীক্ষার সময় এখনও ঘোষিত হয়নি, তাই গত বছরে পরীক্ষা শুরু হয়েছিল জুলাই মাসের প্রথমে। এবার পরীক্ষা আগস্ট মাসের শেষে নেয়া হোক। ২। প্রতি পরীক্ষার পূর্বে অন্তত পক্ষে দু'দিন বিরতি দেয়া হোক। ৩। পূর্ববর্তী বছরের ২০% প্রশ্ন পরবর্তী বছরে পুনরায় করা হবে সে ঘোষণা এ বছরের জন্য বাতিল করা হোক। ৪। গত বছরে ৪টি বোর্ডে যে প্রশ্ন করা হয়েছে, এবার তার সব বাদ দিয়ে প্রশ্ন করতে হবে। ৫। ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার জন্য একটি প্রশ্নব্যাংক প্রকাশ করা হোক। (পূর্বের এসএসসি প্রশ্নব্যাংকের মতো) এবং ঘোষণা করা হোক সে প্রশ্নব্যাংকের বাইরে থেকে কোন প্রশ্ন পরীক্ষায় করা হবে না, ইত্যাদি।

তাই শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানাচ্ছি যে, প্রশ্ন পদ্ধতির পূর্বের নিয়ম বহাল রাখা হোক অথবা অভিন্ন প্রশ্নপত্রের পাশাপাশি উপরোক্ত সুপারিশগুলো বাস্তবায়ন করে গৃহীত সিদ্ধান্ত বহাল রাখার পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদেরকে জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিয়ে চিন্তামুক্ত এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যত সুন্দর করতে সহায়তা করা হোক।

মোঃ নিজাম হোসেন
কবি নজরুল সরকারী কলেজ
দ্বাদশ শ্রেণী, বাণিজ্য (ক)
রোল-৬৬৩, ঢাকা।